Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

"দাওয়াহ" কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইন্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিনা ইয়াসমিন তৃষা

রোলঃ ২১৫০০৭৩৪

১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

"দাওয়াহ" কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইন্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিনা ইয়াসমিন তৃষা

রোলঃ ২১৫০০৭৩৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “"দাওয়াহ" কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিনা ইয়াসমিন তৃষা, আইডিঃ ২১৫০০৭৩৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইন্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ "দাওয়াহ" কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইন্জিনিয়ার খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সামিনা ইয়াসমিন তৃষা

আইডিঃ ২১৫০০৭৩৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৫
অবতরণিকা	৬
কোরআনের চ্যালেঞ্জ	৭
সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?	৮
পৃথিবীর আকৃতি কি গোলাকার?? কোরআন কি বলে?	৯
সূর্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে	৯
সুন্নাত ও বিজ্ঞান	১০
মিসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান	১০
বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোকে নামাজ	১৩
ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান	১৬
জীববিদ্যা	১৭
ভ্রূণবিদ্যা	১৮
মেডিসিন	২৩
বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল	২৪
পানিচক্র	২৭
সমুদ্রবিদ্যা	৩৩
উপসংহার	৩৫

ভূমিকা

কুরআন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয় বরং 'সতর্ক করার জন্য বা পথ নির্দেশ করার জন্য নিদর্শন স্বরূপ এক গ্রন্থ'; উদাহরণস্বরূপ এর আয়াতসমূহের কথা বলা যেতে পারে। কুরআনে ছয় হাজারেরও বেশি নিদর্শনস্বরূপ আয়াত রয়েছে যার মধ্যে এক হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে অন্তর্ভূক্ত করে নাযিল হয়েছে।

আমরা সবাই জানি যে, অধিকাংশ সময় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। তাই শুধুমাত্র প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আমি এ বইটিতে আলোচনা করেছি- যা প্রমাণহীন নিছক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিহীন কল্পনা ও তত্ত্ব নয়।

অবতরণিকা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পরক্ষণ থেকেই মানুষ সর্বদা প্রকৃতিকে, সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের অবস্থানকে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। সত্যসন্ধানের এ প্রক্রিয়ায় বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সভ্যতার মাধ্যমে সুসংগঠিত ধর্ম মানবজীবনকে সুগঠিত করেছে, ইতিহাসের গতিকে নিরূপণ করেছে। ইতোমধ্যে কিছু ধর্ম লিখিত পুস্তকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং তাদের অনুসারীরাও সেগুলোকে সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে দাবি করছে, অন্যান্য ধর্মগুলো শুধুমাত্র মানবীয় অভিজ্ঞতার ফসলে রূপ নিয়েছে।

ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের মূল হচ্ছে কুরআন। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এছাড়া মুসলমানেরা কুরআনকে মানবজাতির জন্য পথনির্দেশক হিসেবে মানে। কুরআনের বাণীকে যেহেতু সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করা হয়, সেহেতু এটি সকল যুগের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কুরআন কী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে?

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন 'অলৌকিকতা' অথবা যা অলৌকিক হিসেবে মনে করা হতো, তা মানবীয় কারণ ও যুক্তির উপর অগ্রগণ্য ছিল। অলৌকিকতার সাধারণ সংজ্ঞা হল, যা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত এবং সেজন্য মানুষের কাছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

তবে কোন কিছুকে 'অলৌকিক' হিসেবে নেয়ার আগে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। মুম্বাই থেকে প্রকাশিত 'The Times of India' ১৯৯৩ সালে প্রকাশ করেছিল যে, 'বাবা পাইলট' নামে এক সাধু একটানা তিনদিন- তিনরাত ট্যাংকের ভিতরে পানির নিচে থাকার দাবী জানায়। কিন্তু সাংবাদিকেরা ঐ ট্যাংকটির তলদেশ পরীক্ষা করতে চাইলে সে তাদেরকে অনুমতি দেয়নি। তখন সে খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শন করে, "যে মা সন্তান প্রসব করে তার পেট পরীক্ষা করা যায় কিভাবে?" ঐ সাধুটির অবশ্যই লুকানোর মত কোন কিছু ছিল। মুলত সে নিজেকে জনপ্রিয় করতে প্রতারণার কৌশল অবলম্বন

করেছিল। সামান্যতম যৌক্তিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন আধুনিক ব্যক্তিও এ ধরণের আলৌকিকতাকে গ্রহণ করবে না। যদি এধরণের মিথ্যা অলৌকিকতা সৃষ্টিকর্তার পরীক্ষা হয়, তাহলে আমাদেরকে ঐসব বিশ্ববিখ্যাত যাদুকরদেরকে সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত অনুসারী হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে, যারা তাদের অতি সাধারণ যাদুকরী কৌশল ও মিথ্যাচারের রূপকার বলে পরিচিত।

কোন গ্রন্থ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বা ওহী হবার দাবীদার হলে তা অবশ্যই অলৌকিক হবে। এ ধরণের দাবী যে কোন সময়ে সে যুগের মাপকাঠিতে সহজেই পরীক্ষনীয় হওয়া উচিত। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কুরআন মানবতার।

কোরআনের চ্যালেঞ্জ

সকল সংস্কৃতিতে, সাহিত্য ও কবিতা মানুষের ভাব প্রকাশ ও সৃজনশীলতার হাতিয়ার। সাহিত্য ও কবিতা বিশ্বে এক সময় গর্বের মর্যাদা লাভ করেছিল যা বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লাভ করেছে।

এমনকি অমুসলিম পন্ডিতেরা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, হল সর্বোৎকৃষ্ট আরবী সাহিত্য। ভূপ্রষ্ঠে এর চাইতে শ্রেষ্ঠ 9/61 দ্বিতীয়টি নেই। কোরআন মানবজাতিকে এরূপ গ্রন্থ আবিষ্কারের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ . ص كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ-

'আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, এ বিষয়ে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আস। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাহায্যকারীদেরকেও সাথে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার, অবশ্য তোমরা তা কখনও পারবেনা, তাহলে, সে দোযখের আগুন থেকে পানাহ চাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। -সূরা বাকারা-২৩-২৪

কোরআন তার যে কোন একটি মাত্র সূরার মত অনুরূপ আরেকটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। কোরআনে বহুবার একই ধরণের চ্যালেঞ্জের পুনরাবৃত্তিও হয়েছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত কোরআনের সূরার মত সৌন্দর্য, অলংকার, গভীরতা ও অর্থের দিক থেকে সমমানের আরেকটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ অপূরণকৃত রয়ে গেছে।

প্রখ্যাত নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনেষ্টাইন বলেছেন: 'বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।" বর্তমান কাল পর্যন্ত কোরআনের সূরার মত সৌন্দর্য, অলংকার, গভীরতা ও অর্থের দিক থেকে সমমানের আরেকটি সূরা তৈরির চ্যালেঞ্জ অপূরণকৃত রয়ে গেছে।

সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

বর্তমান যুগের কোন লোক পৃথিবী চেষ্টা-এমর্মে সর্বোত্তম কাব্যিক ভঙ্গীতে কোন ধর্মীয় পুস্তকের বক্তব্যকে মেনে নেবেনা। কেন যে যুগে বাস করছি, সে যুগে মানবিক কারণ, যুক্তি ও বিজ্ঞা: দেয়া হয়। কোরআনের অতি চমকপ্রদ ও সুন্দর ভাষার জন্য অনেকেই একে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে চাইবে না। কোন ঐশীগ্রন্থের দাবীদারকে অবশ্যই যুক্তি ও কারণের শক্তির দিক থেকে ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

কোরআন কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়, বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এতে ৬ হাজার নির্দশন (আয়াত) আছে। এক হাজারেরও বেশী আয়াত বিজ্ঞানের মূল বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছে।

আমরা সকলে জানি যে, বিজ্ঞান অনেক সময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এই পুস্তিকায় আমি কেবল বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্য (Fact) নিয়ে আলোচনা করবো, কল্পনা বা ধারণার উপর নির্ভরশীল তত্ত্ব নয়, যা প্রমাণিত হয়নি।)

মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়ায় নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ এবং শ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা। তাহলে এই ধর্মীয় বিশ্বাসের যথার্থতা কতটুকু, আসুন তা জানা যাক।

পৃথিবীর আকৃতি কি গোলাকার?? কোরআন কি বলে?

উত্তর: পুর্বকালে মানুষ মনে করতো পৃথিবী চ্যাপ্টা।ফ্র্যান্সিস ড্রেইক ১৫৯৭সালে পৃথিবীর চতুর্দিকে নৌ-ভ্রমণের পর প্রাণ করেছিলেন পৃথিবী গোলাকার।

আল কোরআন বলে-

"তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন,যথাযথ ভাবে তিনি রাত্রিকে দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন,আর দিনকে রাত দ্বারা!" সুরা যুমার-৫

অন্য আয়াতে আছে-

"আল্লাহ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতি করেছেন " সুরা নাযিয়াত-৩০

সুর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে একসময়

বিজ্ঞানের মতে-

সূর্যের আলো এর পৃষ্ঠের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল, যা বলা হয়ে থাকে পাঁচ বিলিয়ন বছর ধরে চলবে! ভবিষ্যতে একসময় এর বিলুপ্তি ঘটবে।

কোরআন বলে-সূর্য আবর্তন করে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে,এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ! সুরা ইয়াসীন-৩৮

وَ الشَّمۡسُ تَجۡرِیۡ لِمُسۡتَقَرٍّ لَّہَا ؕ ذٰلِکَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ﴿۳۸﴾

আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ।

এখানে আরবী শব্দ 'মুসতাকার' যার অর্থ নির্দিষ্ট বুঝায়,,অর্থাৎ কুরআন বলে একসময় এটা নিস্প্রভ হয়ে যাবে।

সুন্নাত ও বিজ্ঞান

(প্রশ্রাব পায়খানার জন্য বহুদুর পায়ে হাটা উত্তম।)

রাসুলুল্লাহ সাঃ পায়খানা পেশাবের জন্য বহুদুর হেটে যেতেন,এটি সুন্নাহ।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখা- বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে,দূরে যাওয়া উপকারী,বর্তমানে সুস্থ থাকার জন্য বেশি বেশি হাটাচলার জন্য তাগিদ দেয়া হয়।।এমনও মার্কিনে বড় বড় হাসপাতালে লিখা আছে- পা আগে সৃষ্টি হয়েছে নাকি বাহন,পা আগে।

উদ্দেশ্য -বেশি বেশি হাটার দিকে যাওয়া।

(পায়খানার জন্য কাচা মাটি বেঁছে নেওয়া উত্তম।)

রাসুলুল্লাহ সাঃ পায়খানার জন্য কাঁচা মাটি বেচে নিতেন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখা-

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে দেখলেন যে,

ডব্লিও সি এর উপর বসলে শরীর টানা হেচড়া হয় ও মানবদেহে সমস্যা হয়,কমেড বা ডব্লিও সি তে বসলে চেয়ারের মত বসতে হয় বিধায় বজ্য বিগ ইনটেস্টাইন এ আটকে যায় যা নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়,,সুন্নাহতেই মুক্তি।

মিসওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

ইসলামী মাপকাঠির উপর যদি জীবন চিন্তা -ভাবনা করা যায়,তাহলে বিজ্ঞানের পন্থার থেকেও উত্তম ও সুন্দভাবে চোখে পড়বে। আলহামদুলিল্লাহ।

মহানবী (স:) মিসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন,বলেছেন,” মিসওয়াক কে নিজের জন্য আবশ্যক করপ নিতে”। কারণ-

এর মধ্যে পনেরোটি সৌন্দর্য রয়েছে-

- মুখকে পরিষ্কার রাখে

- আল্লাহ খুশি হন
- শয়তান অসন্তুষ্ট হয়
- প্রশান্তি অনুভুত হয়
- রসুল (স) সুন্নাহ আদায় হয়
- চোখের রোগ দুর হয়
- পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে উঠে
- গরমের কষ্ট দূর হয়
- মাথা ব্যাথা দূর হয়
- মুখ সুগন্ধি যুক্ত হয়
- কফ কেটে যায়
- মাড়ি শক্ত হয়
- দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতা দূর হয়
- মিসওয়াক শেষে নামাজ আদায়ে সওয়াব ষাট গুণের বেশি
- মিসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালেবাসেন।

সুবহানাল্লাহ।।।।

মিসওয়াকের আরো অনেক অনেক গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্নিত, রসুল(স) বলেছেন-মিসওয়াক করতে অলসতা করো না।,এটি মাড়ির বয়াথা

দূর করে,ব্রেইন ভালো রাখে।

1. নবী করীম (স) বলেন- মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়।
2. মিসওয়াককারীর জন্য আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেন

3. মিসওয়াককারীর জন্য খাবার সময় শক্ত গোশত ও নরম হয়ে যায়।
4. মিসওয়াককারীর জন্য দোযখের রাস্তা বন্ধ।

১.হযরত আয়েশা রা : থেকে বর্নিত -রসুল (স) বলেন- "নবী করীম (স) দিনে ও রাতে যখনই শোয়া থেকে উঠতেন,মিসওয়াক করতেন"।(সুনানে আবু দাউদ)

২.আয়েশা (রা) বলেন, "নবীজী ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।"(সহীহ মুসলিম)

এবার আসা যাক চিকিৎসা বিজ্ঞানে মিসওয়াকের ভূমিকা কি???

বিজ্ঞান কি বলছে-

- মিসওয়াক মস্তিষ্কের সুস্থতাকারী

মিসওয়াক জীবাণু ধ্বংস করে।

বিজ্ঞান বলছে, মিসওয়াক মুখের জীবাণু ধ্বংস করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে,এটি ব্যবহারে জীবাণু মরে।

নতুন গবেষণা অনুযায়ী, মুখে এমন কিছু জীবাণু থাকে যা ব্রাশ বা পেস্ট দূর করতে পারে নাবরং তা মিসওয়াক এর মাধ্যমে সম্ভব।

এটি জীবণু ধ্বংসকারী অ্যান্টিসেপটিক।

বিজ্ঞান বলছে আরো বিভিন্ন রোগে মিসওয়াকের ভূমিকা অপরিসীম।

বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোকে নামাজ

কুরআন কি বলে সর্বপ্রথম দেখা যাক,

সালাতের উপকারিতা-

সালাতে রয়েছে শিফা:

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আমার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, তখন রাসুল (স) আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে ইরশাদ করেন: 'তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে? আমি বললাম, 'জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, 'দাঁড়াও এবং নামায আদায় কর। কেননা নামাযের মধ্যে শিফা (আরোগ্য) রয়েছে।' (সুনানে ইবনে মাজা, চিকিৎসা অধ্যায়।

নবী করীম (স) এর বাণী এই সত্যকে প্রকাশ করে যে নামায কায়েম করা শারীরিক রোগের জন্যও আরোগ্য বিশেষ। তবে শর্ত এই যে, আন্তরিকতার সাথে নবী করীম (স) এর সুন্নাত অনুযায়ী নামায আদায় করতে হবে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন-

ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের দৃষ্টিতে, নামায থেকে যতটা আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং প্রশান্তি লাভ হয়, এর মধ্যে ঠিক ততটাই দৈহিক স্বাস্থ্যের সুফল মওজুদ।

সালাত ও ব্যায়াম:

নামায একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম। এটি মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বিস্তার ঘটাতে দেয় না। অন্য সব ধর্মের মধ্যে এমন সমন্বিত ইবাদাত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়ার মাধ্যমে সবল হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের অঙ্গগুলোতে দৃশ্যমান হয় এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয়। এতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬ পূর্বোক্ত)।

সালাতের তাৎপর্য:

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী-এর ধারণা এই যে, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নামাযের তাৎপর্য পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি লিখেন-

No science has power to unrave or ouline the mysteries of prayer. In particular, to view prayer merely as a physical exercise is as ridcoulous as believing that there is nothing more to the universe than the air we breathe.

অর্থ: কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের তাৎপর্য উপলব্ধি বা উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, পৃথিবীতে আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া কিছুই নেই।

-ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, পাশাপাশি দৈহিক উপকারিতার কথাও বলেছেন। তিনি লিখেন-

অর্থ: আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, গিঁটের বাথা থেকে মুক্তির জন্য নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।

রোগের ব্যবস্থাপত্র:

নামাযের ব্যায়াম কেবল বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যমই নয়, এটা ভেতরের অঙ্গগুলো যেমন- হৃদয়, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং দেহের সকল গ্লান্ড (Glands) সুদৃঢ় করে, উন্নত করে এবং দেহের সৌন্দর্য রক্ষা করে।

আলহামদুলিল্লাহ।

ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন পাকিস্তানী চিকিৎসক মাজেদ জামান উসমানী। যখন শিক্ষক তাকে নামাযের ব্যায়াম সম্পর্কে পড়ালেন এবং বুঝালেন, তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন। আর তিনি অনুধাবন করলেন এতদিন পর্যন্ত আমরা নামাযকে শুধু ধর্মীয় কর্তব্য বলেই জানতাম এবং পড়তে থাকতাম, অথচ এখানে আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয়ে গেলো যে, নামাযের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নিরাময় হয়ে যায়। নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে যে সকল রোগ নিরাময় হয়- শিক্ষক তাকে এমন একটি তালিকা প্রদান করলেন। রোগগুলো হলো-

১. মানসিক রোগ (Mental Diseases)

২. স্নায়ুবিক রোগ (Nerve Diseases)

৩. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)

৪. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ (Restlessness, Depression and Anxiety)

৫. হৃদ রোগ (Heart Diseases)

৬. সন্ধিপ্রদাহ (Arthritis)

৭. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to Uric Acid)

৮. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

৯. ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)

১০. চোখ এবং নাক-কান, গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E. N. T Diseases) I

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি চিকিৎসা:

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন- গুনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা,পেরেশানি ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। একই সঙ্গে নামাযের মাধ্যমে পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়া দৈহিক ও মানসিক উপকারিতাও অর্জিত হয়। আজ ইসলামি ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে,

নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক হিসেবে কাজ করছে।

তাকবীরে তাহরীমা:

আমরা হাতগুলোকে যখন কান পর্যন্ত উঠাই তখন আপনা আপনি বাহু, ঘাড় ও কানের ব্যায়াম হয়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম খুব উপকারী। নামায পড়ার মাধ্যমে একাকী শারীরিক কসরৎ সম্পন্ন হয় এবং এভাবেই আমরা প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকি। নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ার অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো নিয়ে কুরআন কি বলে দেখা যাক-

ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান

ভূতাত্ত্বিক নিয়ে কুরআন কি বলে?

বাতাস মেঘকে উর্বর করে তোলে

"আমরা বৃষ্টিগর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, পরে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের প্রচুর পরিমাণে প্রদান করি" (আল কুরআন ১৫:২২)

'লাওয়াকিহ্' আরবি শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। 'লাকিহ্' (laqih) শব্দটির বহুবচন হচ্ছে লাওয়াকিহ্। লাকিহ্ শব্দটি এসেছে লাকাহা (laqaha) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উর্বর করা বা গর্ভবতী করা। এখানে উর্বর করা এই অর্থে বলা হয়েছে বাতাসের তোড়ে মেঘ খণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে সম্মিলিত হয় এবং মেঘমালার ঘনত্ব বেড়ে যায়, ফলে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে এবং বৃষ্টি নামে। একই বর্ণনা রয়েছে আল কুরআনেঃ

"আল্লাহ, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, তিনি মেঘকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন। পরে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তোমরা দেখতে

পাও তা থেকে বারিধারা নির্গত হয়, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা বারিধারা দান করেন, তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। (আল কুরআন ৩০:৪৮)

এছাড়াও পানিচক্র নিয়েও কুরআনের বিভিন্ন আয়তে বলা হয়েছে।

আল কুরআনের ভাষ্য সর্বাংশে নিখুঁত এবং সেগুলো বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পানিচক্র বিষয়ে আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত সূরা ও আয়াতসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে: ৩:৯, ৭:৫৭, ১৩:১৭, ২৫:৪৮-৪৯, ৩৬:৩৪, ৫০:৯-১১, ৫৬:৬৮- ৭০, ৬৭:৩০ এবং ৮৬:১১

জীববিদ্যা

সকল জীবন্ত বস্তুর উদ্ভবের উৎসে রয়েছে পানি।

আল কুরআনের এই ভাষ্যটি বিবেচনা করা যেতে পারে:

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল; পরে আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" (আল কুরআন ২১: ৩০)

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং বহু গবেষণার পরই আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রতিটি দেহকোষের Cytoplasm নামক মূল উপাদানের শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে পানি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে, প্রতিটি জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের পূর্ণ অবয়বের ৫০% থেকে ৯০% ভাগ হচ্ছে পানি। এ ছাড়া প্রতিটি জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানির অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। ১৪০০ বৎসর আগে কোনো মানুষের পক্ষে কি ধারণা করা সম্ভব ছিল যে, প্রতিটি কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

জীবিত সত্তার উদ্ভবের মূলে রয়েছে পানি! তা ছাড়া চির পানি সংকটের এলাকা আরবের কোনো মানুষ উপরোক্ত তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন- এটা কি ভাবা যায়?

46/82 আল কুরআনের একটি ভাষ্যে পানি থেকে সমস্ত প্রাণের সৃষ্টির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

“এবং আল্লাহই সমস্ত প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (আল কুরআন ২৪:৪৫)

আল কুরআনের নিম্নোক্ত ভাষ্যেও পানি থেকে মানুষের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে:

"তিনিই সেই সত্তা যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন: অতঃপর তিনি রক্তগত সম্পর্ক এবং বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ আপনার প্রভুই সর্বশক্তিমান (সব কিছুর উপরে)।" (আল কুরআন ২৫:৫৪)

ভ্রূণতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞান ও কুরআনের আলোচনা

মানুষের সৃষ্টি জোঁক সদৃশ বস্তু থেকে,

কয়েক বৎসর আগে আরবের কিছু ব্যক্তি আল কুরআন থেকে ভ্রূণনতত্ত্ব সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এ ব্যাপারে আল কুরআনের এই নির্দেশ অনুসরণ করেন: "তোমরা যদি বুঝতে না পারো, তাহলে ঐশী বিষয়ে জ্ঞান আছে এমন লোক থেকে জেনে নাও।" (আল কুরআন ১৬:৪৩ ও ২১:৭)

আল কুরআন থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় এবং তা কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক অধ্যাপক এবং অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কিথ মুরের (Dr. Keith Moore) নিকট উপস্থাপন করে আল কুরআনে উল্লেখিত ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাওয়া হয়। উপস্থাপিত আয়াতসমূহ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে ডা. কিথ মুর (Dr. Keith Moore) বলেন, আল কুরআনে .,

উল্লেখিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রায় সবগুলোই ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে আবিষ্কৃত আধুনিক তথ্যসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন অল্প কিছু

আয়াতের সম্ভাব্য নির্ভুলত্ব সম্পর্কে তিনি কোনো অভিমত দিতে পারছেন না, কারণ ঐ তথ্যাদির বিষয়ে তার নিজেরই কিছু জানা নেই।

অবশ্য আল কুরআনে উল্লেখিত সব তথ্য ভ্রূণ তত্ত্বের 61/82 আধুনিক সন্দর্ভগুলো পাওয়া যায় না। আল কুরআনের আর একাট আয়াতে বলা হয়েছে:

"অবহিত হও! তোমার প্রভু ও পালনকর্তার নামে, যিনি সামান্য এক জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" (আল কুরআন ৯৬:১-২)

আরবি "আলাক" শব্দটি বলতে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড ছাড়াও এমন কিছুকে বোঝায় যার আকৃতি জোঁকের মতো এবং যা জোঁকের মতো ঝুলে থাকে। ডা. কিথ মুর জানতেন না প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণকে জোঁকের মতো দেখায়। এই তথ্যটির যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য তিনি তার গবেষণাগারে অত্যন্ত শক্তিশালী অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালান ও প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রূণের সাথে জোঁকের আকৃতির বিশেষভাবে শুক্রকেই বোঝানো হয়েছে, কারণ শুক্র পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

"সে কি এক স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? পরে সে কি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়নি? অতঃপর আল্লাহ্ আকৃতি দান করেননি? এবং তা থেকে সৃষ্টি করেননি নর ও নারী? (আল কুরআন ৭৫: ৩৭-৩৯)

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে পুরুষ থেকে নির্গত শুক্রের (নুৎফাতান মিনখাবিয়ান বাক্য দ্বারা যার ইঙ্গিত করা হয়েছে) একটি বিন্দুই ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে শাশুড়িরা সাধারণঃ পুরুষ সন্তান (এখানে নাতি) আশা করেন এবং পুরুষ সন্তান না হলে পুত্রবধূদের ধিকৃত করেন। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হতো না, যদি তারা জানতেন যে নারীর ডিম্বক নয়; পুরুষের শুক্রাণুর প্রকৃতিই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। যদি দোষ কাউকে দিতেই হয় তাহলে তা দেওয়া উচিত তাদের পুত্রদের, পুত্র বধূদের নয়। কারণ আল কুরআন এবং বিজ্ঞান, উভয় ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয়েছে পুং শুক্রাণু দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শিশু স্ত্রীলিঙ্গের হবে না পুং লিঙ্গের।

ভ্রূণের প্রতিরক্ষায় রয়েছে তিনটি অন্ধকার আবরণ "তিনি তোমাকে জননীর জঠরে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে, ঘিরে থাকা তিনটি অন্ধকার আবরণের অন্তরালে।"

অধ্যাপক কিথ মুরের মতে এই তিনটি আবরণ হচ্ছে:-

১. মায়ের তলপেটের অভ্যন্তরীণ আবরণ।

২. জরায়ুর আবরণ বা দেয়াল

৩. ভ্রূণকে আবরিত করে রাখা ঝিল্লি

ভ্রূণ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়-

"আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে তৈরি করেছি, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে। অস্থি পঞ্জরকে মাংস দ্বারা আবৃত করি, অবশেষে তাকে অ প্রাণীর রূপদান করি। সুর্ণিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান"। কুরআন ২৩:১২-১৪) 64/82

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন, "মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এক বিন্দু তরল পদার্থ থেকে, যা দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয় একটি বিশ্রামস্থলে"। এটা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্যই আয়াতে 'কাবারিন মাকিন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

পিছনের মাংসপেশীর শক্ত অবস্থানের সাহায্য পুষ্ট পিঞ্জরাস্থির দৃঢ় আবরণে জরায়ু সুরক্ষিত থাকে। যে তরল রসপূর্ণ থলির অভ্যন্তরে ভ্রূণ বেড়ে ওঠে, সেই থলির আবরণই মূলত: ভ্রূণের প্রাথমিক সুরক্ষার কাজ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভ্রূণের থাকে একটি সুরক্ষিত পিছনের মাংসপেশীর শক্ত অবস্থানের সাহায্য পুষ্ট পিঞ্জরাস্থির দৃঢ় আবরণে জরায়ু সুরক্ষিত থাকে। যে তরল রসপূর্ণ থলির অভ্যন্তরে ভ্রূণ বেড়ে ওঠে, সেই থলির আবরণই মূলত: ভ্রূণের প্রাথমিক সুরক্ষার কাজ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভ্রূণের থাকে একটি সুরক্ষিত বাসস্থান। থলিস্থ ক্ষুদ্র পরিমাণ রস বা তরল পদার্থ "আলাক" এর রূপ নেয়। "আলাক" বলতে শক্তভাবে ঝুলে থাকে বা লেগে থাকে এমন কিছুকে বোঝানো হয়েছে।

"আলাক" অর্থে জোঁকের মতো পিচ্ছিল বোঝানো হয়। দুটো বর্ণনাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণ থলির ভেতরের দেয়ালের সাথে লেগে থাকে এবং অনেকটা জোঁকের মতো দেখায়। ভ্রূনের আবরণও জোঁকের (রক্তচোষা) মতোই। ভ্রূণ মায়ের কাছ থেকে গর্ভফুলের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করে। "আলাক"-এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে জমাট রক্ত। আলাক পর্যায়ে (যা গর্ভসঞ্চারের তিন থেকে চার সপ্তাহ স্থায়ী) অবরুদ্ধ কোষের ভেতরে রক্ত জমাট বাঁধে। ঐ সময়েই ভ্রূণ জমাটবাধা রক্তের সাথে স্থির আকার ধারণ করে এবং অনেকটা জোঁকের মতো দেখায়। হ্যাম এবং লিউওয়েন হুক'ই (Ham & Leeuwen huek) প্রথম বৈজ্ঞানিক যারা ১৬৭৭ সালে সর্বপ্রথম মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানবিক বীর্যকোষ পর্যবেক্ষণ করেন। পূর্বে তাঁদের ধারণা ছিল বীর্যে থাকে অতি ক্ষুদ্রাকার (প্রায় অদৃশ্য) মানুষের আকৃতির কোষ যা জরায়ুর অভ্যন্তরে বাড়তে থাকে এবং জন্মকালীন শিশুতে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব Perforation theory নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীরা যখন আবিষ্কার করলেন শুক্রাণুর চেয়ে ডিম্বকের আকার বড়-ঐ সময় ডি-গ্রাফ (De Graph) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে আসেন যে, ডিম্বকের অভ্যন্ত রে খুব ছোট আকারে ভ্রূণের অবস্থান।

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে মৌপারটুইস (Maupertuis) প্রচার করেন তাঁর স্ত্রী ও পুং লিঙ্গ সমন্বিত উত্তরাধিকার তত্ত্ব। 'আলাক' রূপান্তরিত হয় 'মুদগাহ্-তে। 'মুদগাহ্' বলতে এমন কিছু বোঝায় যা চর্বিত হয়েছে (চর্বনকালীন দাঁতের চিহ্ন সমন্বিত) এবং আরো এমন কিছু বোঝায় যা আঠালো, ক্ষুদ্র এবং চুইংগাম মুখে পুরে 69/82 মতো লাগে। দুটো বর্ণনাই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ভুল। অধ্যাপক কিথ মুর ক্ষতে লাগানোর এক টুকরো plaster seal-কে ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ের আকার ও আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দাঁতের ফাঁকে রেখে চর্বণ করে 'মুদগাহ্'-তে পরিণত করেন। অতঃপর তিনি চর্বিত 'মুদগাহ্' সদৃশ বস্তুটির সঙ্গে ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ের ছবির সাথে তুলনা করে দেখেন দাঁতের দাগের চিহ্নের সাথে মেরুদণ্ডের প্রাথমিক গঠন পর্যায়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

মুদগাহ্ পরিবর্তিত হয় হাড়ে (izam) এবং হাড়ের সাথে সংযুক্ত হয় মাংস বা মাংসপেশী (lahm), অতঃপর আল্লাহ্ অন্য সৃষ্টিতে পরিণত করেন।

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যে জানা যায়, গড়ে ত্রিশ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে ডিম্বককে পরাগিত করার জন্য একটিমাত্র শুক্রাণুর প্রয়োজন। এতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় স্বাভাবিকভাবে নির্গত শুক্রাণুসমূহের তিন লক্ষ ভাগের একভাগ শুক্রাণুই গর্ভসঞ্চারের কাজে লাগে।

সুলালাহ্ থেকে মানুষের সৃষ্টি-

"অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে তার প্রজন্ম উৎপন্ন করেন" (আল কুরআন ৩২:৮)

আরবি শব্দ সুলালাহ দ্বারা কোন কিছুর সর্বোৎকৃষ্ট অংশ বোঝানো হয়। আমরা এখন জানতে পেরেছি পুরুষাঙ্গ থেকে বহির্গত লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে গর্ভসঞ্চারের জন্য ডিম্বকে প্রবিষ্ট একটিমাত্র শুক্রাণুই প্রয়োজন। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুকেই সুলালাহ বলা হয়েছে। এছাড়া সুলালাহ বলতে কোনো তরল বস্তু থেকে কোনো কিছু অত্যন্ত নমনীয়ভাবে সাথে আহরণকেও বোঝায়।

গর্ভসঞ্চার প্রক্রিয়ায় ডিম্বকোষ এবং শুক্রাণু উভয়ই তাদের অবস্থান থেকে অত্যন্ত নমনীয়তার সাথে আহরিত হয়।

নুৎফাতুন আমসাজ থেকে মানুষের সৃষ্টি

আল কুরআনের এই আয়াতটি লক্ষ্য করুন:

"যথার্থই আমরা একবিন্দু মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।" (আল কুরআন ৭৬:২)

আরবি শব্দ 'নুৎফাতিন আমসাজিন' অর্থ মিশ্রিত তরল পদার্থ।

আল কুরআনের কিছু তফসিরকারের মতে, মিশ্রিত তরল পদার্থ বলতে স্ত্রী বা পুংকোষ মিশ্রিত তরল পদার্থকে নির্দেশ করা হয়েছে। স্ত্রী ও পুংকোষের সংমিশ্রণের পরও জনন

কোষ নুৎফাই-ই থেকে যায়। বিভিন্ন গ্রন্থি নিঃসৃত লালা থেকে সৃষ্ট শুক্রাণুসমৃদ্ধ রসকেও মিশ্রিত তরল হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্ত্রী ও পুংকোষ মিশ্রিত বিন্দু বা তরলকেই লুৎফাতিন আমসাজ রূপে অভিহিত করা হয়। উক্ত মিশ্রিত তরলবিন্দু পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে নিঃসৃত লালারই অংশ।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয় ডিম্বক নয়, শুক্রাণুর প্রকৃতি দ্বারা। ভ্রূণের লিঙ্গ স্ত্রী বা পুং, নির্দিষ্টকরণ নির্ভর করে ভ্রূণ কোষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম (Chromosome) যথাক্রমে x কিংবা xy কিনা তার উপর। গর্ভসঞ্চারের প্রথম পর্যায়ে ডিম্বকে প্রবিষ্ট শুক্রাণুর প্রকৃতির মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। যদি গর্ভ সঞ্চারকারী শুক্রাণু x প্রকৃতির হয় তবে ভ্রূণের লিঙ্গ হবে স্ত্রী জাতীয়। যদি y হয় তবে তা হবে পুরুষজাতীয়।

"তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী যুগ্মভাবে স্খলিত এক বিন্দু শুক্রাণু থেকে। (আল কুরআন ৫৩:৪৫-৪৬)

মেডিসিন

মধুতে রয়েছে রোগ নিরাময়ের উপাদান-

মধুতে আছে রোগ নিরাময়ের উপাদান। বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফল থেকে মৌমাছিরা রস আহরণ করে এবং সেই রস দিয়ে তাদের দেহাভ্যন্তরে মধু তৈরি হয়। সেই মধু সঞ্চিত থাকে মৌমাছির দেহের মোম কোষের মধ্যে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মানুষ জানতে পেরেছে মৌমাছির পেট থেকে মধু নিঃসরিত হয়। অথচ ১৪০০ বৎসর আগে কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয়:

"ওদের উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, এতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে" (আল কুরআন ১৬:৬৯)

এখন আমরা জানি মধুর মধ্যে রয়েছে পচন নিরোধসহ রোগনিরাময়ের অনেক উপাদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে রুশ সৈনিকরা যুদ্ধের সময় দেহের ক্ষতস্থানে মধুর প্রলেপ দিতো। মধুর প্রলেপের ফলে ক্ষতের দাগ খুবই কম থাকতো।

ছত্রাক কিংবা জীবাণু উদ্ভবের আশঙ্কা থাকতো না। কোনো ব্যক্তির যদি কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদের Allergy থাকে, তাদের সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদের মধু খাওয়ানো যেতে পারে। ফলে তার দেহে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। মধু শর্করা এবং ভিটামিন 'কে' সমৃদ্ধ। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক গবেষণায় মধু সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কুরআনুল কারিমে তার বহু পূর্বেই মধু, মধুর উৎস এবং মধুর উপাদানসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআন ও বাইবেল

কোরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে-

আমাদের বিশ্লেষণ করা দরকার যে, কোরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, না অসঙ্গতিপূর্ণ? বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া, এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আপনাদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মহিমান্বিত কোরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইঙ্গিতের বই। এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই। আর এতে ৬০০০-এর অধিক আয়াত রয়েছে যার মধ্য থেকে ১০০০ হাজারের অধিক আয়াতই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। কোরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় আমি কেবল বৈজ্ঞানিক এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি বৈজ্ঞানিক সূত্র কিংবা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব না। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি।

এছাড়া আমরা জানি, বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

পবিত্র কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে যতদূর সংশ্লিষ্ট, বিজ্ঞানীরা এবং জ্যোতির্বিদরা কয়েক দশক পূর্বে যেভাবে বিশ্ব বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন তারা একে বলেছিলেন 'বিগ ব্যাং'। তখন তারা বলেছিলেন 'প্রাথমিক পর্যায়ে একটি প্রাথমিক নেবুলা ছিল, যা পরবর্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করে বিগ ব্যাং-এ পরিণত হয়েছিল, যার ফলে ছায়াপথ, নক্ষত্র, সূর্য এবং আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল।' এ তথ্যটি সংক্ষেপে পবিত্র কোরআনের ২১তম সূরা সূরায়ে আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে-

কুরআনের এই বিশেষ আয়াতটির অনুবাদ পরীক্ষা করেন।

প্রফেসর তেজাসেন কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক যথার্থতায় এত বেশি মুগ্ধ হন যে, রিয়াদে অনুষ্ঠিত কুরআন ও হাদীসের বৈজ্ঞানিক নিদর্শন বিষয়ক অষ্টম সৌদি চিকিৎসা সম্মেলনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন:

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -

"আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

কুরআনে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর উপস্থিতিকে সমকালীনতা হিসেবে অভিহিত করা সাধারণ জ্ঞান ও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের আয়াতের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা কুরআনের উন্মুক্ত ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقّ ط أَوَلَمْ يَكْفِ

بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ -

আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব দূর দিগন্তে (অর্থাৎ দূর পর্যন্ত ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হবে) আর তাদের নিজেদের মধ্যেও (অর্থাৎ কাফিররা নতজানু হয়ে ইসলাম কবুল করবে) যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য। এটা কী যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সব কিছুরই সাক্ষী। (হামীম সিজদাহঃ ৫৩)

আয়াতটির মাধ্যমে কুরআন সকল মানুষকে এ বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে বলেঃ

"নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে, নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্যে।"

কুরআনের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ এটি যে আল্লাহর ওহী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। ১৪০০ বছর পূর্বে কোন মানুষের দ্বারা এরূপ নিগুঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বলিত বই রচনা সম্ভব ছিল না।

কুরআন অবশ্য বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ নয়, বরং নিদর্শন গ্রন্থ। এ নিদর্শনগুলো মানুষকে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব ও প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বাস করার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে শেখায়। কুরআন সত্যিকারভাবে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক আল্লাহর বাণী। এতে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী রয়েছে যা আদম, মুস্তা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা.) সহ সকল নবী ও রাসূল প্রচার করেছিলেন ও যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দৃঢ়ভাবে সকলকে আহবান করেছিলেন।

কুরআনে উল্লিখিত একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের শক্তির কারণে প্রফেসর তেজাসেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কুরআন যে আসমানী গ্রন্থ তা নিশ্চিত হতে প্রমাণস্বরূপ কারো প্রয়োজন হতে পারে ১০ টি নিদর্শন, আবার কারো ১০০ টি নিদর্শন। আবার কেউ ১০০০ নিদর্শন দেখার পরও সত্য (ইসলাম) গ্রহণ করবেনা। নীচের আয়াতে কুরআন এ ধরণের বন্ধ মানসিকতার নিন্দা করে।

صم بكم عمى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

"তারা বধির, বোধা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না।" বাকারাহঃ ১৮

. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

অর্থ: অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একত্রে ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছি।

চিন্তা করুন, এ তথ্যটি আমাদের কাছে বিজ্ঞান বিছুদিন পূর্বে দিলেও পবিত্র কোরআন কিন্তু তা ১৪০০ বছর পূর্বেই পরিবেশন করেছিল।

আধুনিক বিজ্ঞান পবিত্র কোরআনের বর্ণনাকে নিশ্চিত করেছে।

পবিত্র কোরআনে ৫১তম সূরার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

অর্থ: আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

আয়তনে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ জগৎ। আরবি শব্দ 'মুসিউনা' অর্থ হচ্ছে 'প্রসারমান' - প্রসারমান জগৎ। এ ক্ষেত্রে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জ্যোতির্বিদ্যার যে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, আমি তার জবাব দিব ইনশাআল্লাহ।

পানিচক্র

পানিচক্র সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বেশ কয়েকটি পয়েন্ট আউট করেছেন। পবিত্র কোরআনে বিস্তৃতভাবে পানিচক্রের বিবরণ দিয়েছেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল চারটি স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনে একটি আয়াতও নেই, যেখানে বাষ্পীভবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের ৮৬ নং সূরা, সূরায়ে ত্বারিকের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

অর্থ: আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।

. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

আর প্রায় সকল মুফাসসিরগণই বলেছেন যে, সূরায়ে ত্বারেকের এ আয়াতটি দ্বারা আকাশের ঐ সামঞ্জস্যকে বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা তা বারবার বৃষ্টি বর্ষণ করাতে সক্ষম। অর্থাৎ বাষ্পীভবন ক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যিনি আরবি জানেন, হয়তো বলবেন... কেন আল্লাহু ছুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষভাবে বিষয়টি বর্ণনা করলেন না?

এখন, আমরা জানব, কেন আল্লাহ তাআলা তা স্বীয় স্বর্গীয় প্রজ্ঞাময় বাণীতে করলেন না। কারণ আজকে আমরা এছাড়া আরো অধিক কিছু সম্পর্কে জানি। যেমন: ওজোনস্তর পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত ছাড়া, আকাশ আরো কতিপয় উপকারী বিষয় এবং পৃথিবীর শক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যেগুলো মানবজীবনের জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এটি শুধু বৃষ্টিকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, বরং আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে, এটি টেলিযোগাযোগ, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রের তরঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যার দ্বারা আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি, দূরে বসে অন্যের সাথে যোগাযোগ করি এবং রেডিও শুনতে পাই। এগুলো ছাড়া আকাশ বহির্জগতের ক্ষতিকর রশ্মিও ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন: সূর্যের ক্ষতিক্ষর বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Ra) কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়। যদি তা বাধাগ্রস্ত না হতো, পৃথিবীতে জীবন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা অধিক উৎকৃষ্ট এবং অধিক যথার্থ, যখন তিনি ঘোষণা দেন-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ .

অর্থ: আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।

পবিত্র কোরআন বিস্তৃতভাবে পানিচত্রের বিবরণ দিয়েছেন। বাইবেলে এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তিনি চারটি স্তরে বিভক্ত করে তার স্লাইড শোতে দেখিয়েছেন। যেখানে মেঘের কোনো বর্ণনা তিনি দেন নি।

কোরআন পানিচক্রের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে-

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, প্রথমটি হচ্ছে, তার মতে বাষ্পীভবন, যার সাথে আমরা একমত পোষণ করি। আমরা বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রীতির ব্যাপারে কোনো রূপ মনে ব্যথা নিব না.... বৃষ্টি পতিত হয়, এবং অতঃপর মেঘমালা গঠিত হয়। এটা কিন্তু পরিপূর্ণ পানিচক্রের বর্ণনা নয়। আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন এর বেশ কয়েকটি জায়গায়, পানিচক্রের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতে বলা হয়েছে কীভাবে পানি উপরে ওঠে, বাষ্পীভূত হয়, এবং মেঘের রূপ ধারণ করে এবং মেঘগুলো এক্ষেত্রে ভেসে চলে, এতে কীভাবে গর্জন এবং তড়িত সৃষ্টি হয়, পানি নেমে আসে, মেঘমালা সীমান্তপানে ভেসে চলে, তারা বৃষ্টির আকারে নেমে আসে, রংধনু সৃষ্টি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

পবিত্র কোরআনে পানিচক্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে-

১. ২৪তম সূরা, সূরায়ে নূহের ৪৩তম আয়াত,

২. ৩০তম সূরা সূরায়ে রূমের ৪৮তম আয়াত;

৩. ৩৯তম সূরা, সূরায়ে ঘুমারের ২১তম আয়াত;

৪. ২৩তম সূরা, সূরায়ে মুমিনুনের ১৮তম আয়াত;

৫. ৩০তম সূরা, সূরায়ে রূমের ২৪তম আয়াত

৬. ১৫তম সূরা, সূরায়ে হিজরের ২২তম আয়াত;

৭. ৭ম সূরা, সূরায়ে আ'রাফের ৫৭তম আয়াত;

৮. ১৩তম সূরা, সূরায়ে রাদের ১৭তম আয়াত;

৯. ২৫তম সূরা, সূরায়ে ফোরকানের ৪৮তম আয়াত

১০. ৩৫তম সূরা, সূরায়ে ফাতিরের ৯ম আয়াত;

১১. ৩৬তম সূরা, সূরায়ে ইয়াসীনের ৩৪তম আয়াত;

১২. ৪৫তম সূরা, সূরায়ে জাছিয়ার ৫ম আয়াত;

১৩. ৫০তম সূরা, সূরায়ে কাহফের ৯ম আয়াত

১৪. ৫৬তম সূরা, সূরায়ে ওয়াক্কিয়ার ৬৮তম এবং ৭০তম আয়াত;

১৫. ৬৭তম সূরা, সূরায়ে মূলকের ৩০তম আয়াত।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার অধিক সময়ই ব্যয় করেছেন ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনা নিয়ে। অল্প কিছু আলোচনা ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে এবং ৬টি বিষয় স্পর্শ করেছেন মাত্র, ভূ-তত্ত্বের আলোচনায়, আমরা ভূ-তত্ত্ববিদদের নিকট থেকে জানতে পারা যায় যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩,৭৫০ মাইল এবং এর ভূগর্ভস্থ অংশ উষ্ণ এবং তরল এবং এতে জীবন বাঁচতে পারে না। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ শক্ত, যার ওপর আমরা বসবাস করি আর এ অংশ খুবই পাতলা, ১ থেকে ৩০ মাইলের মতো। কিছু অংশ এর চেয়েও পাতলা, তবে অধিকাংশই ১ থেকে ৩০ মাইলের মত পুরু। যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ কম পাতলা যেখানে ভূ-কম্পন সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে 'ভাঁজতত্ত্ব'। আর এ তত্ত্বের কারণে কোথাও কোথাও পাহাড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো পৃথিবীকে স্থিরতা প্রদান করেছে।

কোরআন বলে নি যে, পাহাড়গুলো খুঁটি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে পবিত্র কোরআন-এর ৭৮তম সূরা, সূরায়ে নাবার ৬-৭ নং আয়াতে বলেছে,-

الَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا .

অর্থ: আমি কি পৃথিবীকে বিস্তৃতরূপে এবং পাহাড়কে খুঁটি হিসেবে সৃষ্টি করি নি? পবিত্র কোরআন বলে নি যে, পাহাড়গুলোকে খুঁটি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে। আরবি শব্দ "واداً"-এর অর্থ হচ্ছে খুঁটিসমূহ অর্থাৎ তাবুর খুঁটি। আর আজকে আমরা আধুনিক ভূ-তত্ত্ব পাঠ করে জানতে পারি যে, পাহাড়ের মূল মাটির অনেক গভীরে। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জানা গেছে। আর পাহাড়ের যে উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ। গভীরের অংশ অনেক বড়, ঠিক যেভাবে একটি খুঁটির অধিকাংশই মাটির গভীরে প্রোথিত হয়।

আপনি মাথার অংশটুকুই দেখতে পান আর অধিকাংশই মাটির নিচে গাঁথা থাকে যেমন: শিলাখণ্ড। আপনি দেখবেন যে, বরফের শিলাখণ্ডের ৯০%ই পানির নিচে থাকে, কেবল উপরের ১০% পানির উপরে থাকে। পবিত্র কোরআন এর ৮৮তম

সূরা, সূরায়ে গাশিয়ার ১৯তম আয়াতে ৭৯তম সূরা সূরায়ে নাযিয়াতের ৩২নং আয়াতে বলেছে-

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا .

অর্থ: আর তিনি পাহাড়কে পৃথিবীর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। আজকে আধুনিক ভূ-তত্ত্বের ব্যাপক উন্নতির পর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, প্লেটেকটনিকসের তত্ত্বের দ্বারা ১৯৬০ সালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড়ের এলাকার উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। আজকের ভূ-তত্ত্ববিদরা বলছে যে, পাহাড়গুলো পৃথিবীর স্থিরতা বৃদ্ধি করে। সকল ভূ-তত্ত্ববিদরা এ দাবি করে নি বরং অনেকেই একথা বলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সায়েন্স একাডেমির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তার বইতে লিখেছেন যে, পাহাড়গুলো কীলকাকার- 'এদের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত।' তিনি আরো বলেছেন যে, 'পাহাড়ের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে স্থির করা।' আর পবিত্র কোরআন এর সূরা আম্বিয়ার ৩১নং আয়াত সূরা লোকমানের ১০ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ১৫নং আয়াতে বলেছে যে-

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ .

অর্থ: আমি জমিনে পাহাড় সৃষ্টি করেছি যাতে তা পৃথিবীকে স্থির রাখে, আর যাতে পৃথিবী তোমাকে এবং তাদেরকে নিয়ে কেঁপে না উঠতে পারে।

কোরআন কোথাও বলে নি যে, পাহাড়সমূহ ভূমিকম্প রোধ করে।

পাহাড়ের কাজ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, এটা পৃথিবীকে দোলার হাত থেকে রক্ষা করে। কোরআন কোথাও বলে নি যে পাহাড়সমূহ ভূমিকম্প রোধ করে। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন এমনকি তিনি তার বইয়ে লিখেছেন এবং আলোচনায় বলেছেন যে, আপনি দেখতে পাবেন যে, পাহাড়ি এলাকায়ও বিভিন্ন সময়

ভূ-কম্পন হয় এবং পাহাড়গুলোই ভূমিকম্পের কারণ,এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হচ্ছে কোরআন কোথায়ও বলে নি, পাহাড়গুলো ভূমিকম্প রোধ করে।

ভূমিকম্পের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে زِلْزَالٌ; (যিলযাল) বা ; (যালযালাহ) যে সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জানেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত তিনটি আয়াতেই যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে (তামিদা) যার অর্থ হচ্ছে ঝাঁকুনি দেয়া, দোলা বা দোলানো। আল-কোরআন-এর ৩১তম সূরা, সূরায়ে লোকুমানের ১০ নং আয়াতে বলেছে যে-

. والقى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ

অর্থ: আমি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করেছি, যাতে তা পৃথিবীকে স্থির রাখে আর যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোলা না দেয়।

এখানে বলা হয়েছে بد بك অর্থাৎ 'তোমাদেরকে দোলা দেয়'। এ বর্ণনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যদি পৃথিবীতে পাহাড় না থাকত, আর তুমি যদি তাতে চলাফেরা করতে তাহলে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে দুলতো- যদি তুমি আন্দোলিত করতে, তাহলে পৃথিবী তোমাকে নিয়ে আন্দোলিত করতে। আর আমরা জানি যে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন পৃথিবীতে হাঁটি এটা দোলে না। এ না দোলার কারণ সম্পর্কে ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস এবং সৌদি আরবের বিখ্যাত ভূগোল লেখক ডা. নাজ্জাত একই বর্ণনা দিয়েছেন। ডা. নাজ্জাত একটি বই লিখেছেন, যাতে তিনি পবিত্র কোরআনের ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের যতগুলো অভিযোগ আছে সবগুলোরই উত্তর দিয়েছেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইতে লিখেছেন যে, যদি পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন।'

পবিত্র কোরআন কোথাও বলে নি, পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে। ভূমিকম্প-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে ১ার্স; (যিলযাল) আর আপনি যদি Oxford Dictionary-তে ভূমিকম্পের সংজ্ঞাটি দেখেন, তাহলে দেখবেন এটি বলছে "ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শক্ত আবরা আলোড়ন।" পবিত্র কোরআনও যিলযাল সম্পর্কে ৯৯তম সূরা আয়াতে বলা হয়েছে-

অর্থ: পৃথিবীকে যখন প্রকম্পিত করা হবে প্রকম্পনের ন্যায়।

. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

কিন্তু এখানে বলা হয়েছে دُ بِكُمْ অর্থাৎ 'পৃথিবীকে তোমাদের নিয়ে দোল থেকে বিরত রাখার জন্য'। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথা 'পাহাড় যদি ভূমিকম্প রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন'- এর জবাব যদি এমন হয় যে, মেডিক্যাল ডাক্তার মানুষের রোগ ও অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি কীভাবে অধিক পরিমাণে অসুস্থ ও রোগীকে হাসপাতালে দেখতে পান যেখানে বাড়ির চেয়ে অধিক পরিমাণে ডাক্তার থাকে।'

সমুদ্রবিদ্যা

সমুদ্রবিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন-এর ২৫তম সূরার ৫৩ নম্বর আয়াতে বলেছে-

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهُذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

. بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

অর্থ: তিনি সেই সত্তা যিনি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন যার একটি হচ্ছে মিষ্টি ও সুস্বাদু এবং অপরটি হচ্ছে লবণাক্ত দরিয়া খর যদিও তারা মিলিত হয় কিন্তু তাদের পানি একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। আর এতদুভয়ের মাঝে তিনি একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা অতিক্রম করা যায় না।

পবিত্র কোরআনের ৫৫তম সূরা সূরায়ে আর রাহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيِنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِينِ

অর্থ: তিনিই আল্লাহ যিনি দুটি পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন। যদিও এরা মিলিত হয়, কিন্তু এদের পানি একটি অপরটির সাথে মিলিত হয় না। এতদুভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা অনতিক্রম্য

অতীতে পবিত্র কোরআনের তাফসীরকারকগণ বিস্মিত হয়েছিলেন কোরআন কী বুঝাতে চাচ্ছে? আমরা মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি সম্পর্কে জানি, কিন্তু এদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে-যদিও তারা মিলিত হয়, কিন্তু তাদের পানি একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির পর আমরা জানতে পেরেছি যে, যখন এক ধরনের পানি অপর ধরনের পানির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে এটা নিজস্ব উপাদান হারিয়ে ফেলে এবং যে পানির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার সাথে একাকার হয়ে যায়। এখানে এমন একটি ঢালু এলাকা রয়েছে, যেখানে উভয় পানি একাকার হয়ে যায়। আর পবিত্র কোরআন এটাকেই 'বারযাখ' বা অদৃশ্য প্রতিবন্ধক বলে অভিহিত করেছে। আর অনেক বিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, এদের মধ্যে আমেরিকার সমুদ্রবিজ্ঞানী ডা. হেইও রয়েছেন।

আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইয়ে লিখেছেন যে, এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিষয়। তৎকালীন জেলেরা জানত যে, দুধরনের পানি রয়েছে, মিষ্টি ও লবণাক্ত। সুতরাং নবী, মুহাম্মদ সিরিয়া ভ্রমণের সময় সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন অথবা ঐসব জেলেদের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন। মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানি একটি পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা- এ কথার সাথে আমি একমত, কিন্তু লোকেরা জানত না যে, সেখানে এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিবন্ধক রয়েছে, এমনকি এখনো অনেকে এটা জানে না। এখানে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে 'বারযাখ' বলতে মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানিকে আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, তার বইয়ে লিখেছেন যে, এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিষয়। তৎকালীন জেলেরা জানত যে, দুধরনের পানি রয়েছে, মিষ্টি ও লবণাক্ত। সুতরাং নবী, মুহাম্মদ সিরিয়া ভ্রমণের সময় সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন অথবা ঐসব জেলেদের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন। মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানি একটি পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা- এ কথার সাথে আমি একমত, কিন্তু লোকেরা জানত না যে, সেখানে এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিবন্ধক রয়েছে, এমনকি এখনো অনেকে এটা জানে না। এখানে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে 'বারযাখ' বলতে মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানিকে বুঝায় না।

উপসংহার

ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত যেসব তথ্য প্রদান করা হয়েছে যা সংগ্রহ করেছেন। তারা এ সম্পর্কিত হাদীসগুলোও সংগ্রহ করেছেন। এরপর তারা ঐসব তথ্য প্রফেসর কেইথ মূরের নিকট উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে প্রফেসর কেইথ মূর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান। তিনি ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ পড়ার পর তাকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করার জন্যে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের অধিকাংশ ভাষ্যই আধুনিক ভ্রূণ বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে যথাযথভাবে সাম স্যপূর্ণ।' তবে এমন কিছু ভাষ্য রয়েছে যেগুলোকে আমি সঠিকও বলতে চাই না, আবার এগুলোকে ভুলও বলতে চাই না। কারণ আমি নিজেই এ সম্পা আর এমন দুটো আয়াত হচ্ছে প্রথম নাযিলকৃত ৯৬তম সূরা সূরায় 500/642 এবং ২ নং আয়াত, যাতে বলা হয়েছে-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

অর্থ: পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

সুবহানাল্লাহ।

যখন আমি স্কুলে পড়তাম, তখন শিখেছিলাম যে, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে স্থির। পৃথিবী এবং চাঁদ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে কিন্তু সূর্য স্থির। কিন্তু যখন আমি কোরআনের একটি আয়াত পড়ি অর্থাৎ সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতটি পড়ি, তখন দেখি যে, এতে বলা হয়েছে-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ : অর্থ: তিনিই আল্লাহ, যিনি দিন ও রাত এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। আর এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব কক্ষপথে নিজ গতিতে সদা প্রবাহমান

আলহামদুলিল্লাহ, এখন আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের বর্ণনাকে নিশ্চিত করেছে।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কিত যে শব্দটি ব্যবহৃত

ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভিত্তিতে আধুনিক মানুষের তৈরি বিভিন্ন মতবাদের চেয়ে কুরআনের জীবনব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত। সৃষ্টিকর্তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল পথনির্দেশনা আর কে প্রদান করতে পারে?

আমি দো'আ করি, আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা ও হিদায়াত প্রার্থনা করি। (আমীন)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাহি।

সুবহানাল্লাহ ।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111546258/